দৈনিক সংবাদ

02 JUL 1988
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

022

নীলফামারীর প্রাথমিক শিক্ষা

# ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে ॥ শিক্ষকের অভাবে লেখাপড়া ব্যাহত

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী, ২৮শে জুন।- নীলফামারী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক-হারে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাবা-মার অভাবী সংসারে অর্থ যোগানের কাজে আত্মনিয়োগ করছে। অপরদিকে বর্তমান ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় শিক্ষক স্বল্পতার কারণে লেখাপড়াও হচ্ছে দারুণভাবে ব্যাহত।

জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪শ' ৭৪টি। গত ৩ বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এসব বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তা কমে গিয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত থাকে প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে অর্থনৈতিক সংকটই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ। বিদ্যালয় গমনোপযোগী এসব শিশু একটু বড় হলেই তাদেরকে অভিভাবকদের অভাব অনটনের সংসারে শ্রম ব্যয় করে আর্থিক সাহায্য করতে হয়।

বর্তমানে জেলায় শিক্ষক রয়েছেন ১ হাজার ৮৯৯ জন। অথচ প্রায় ৬ বছর আগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে এই জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৯৫৫টি পদের। কিন্তু সেসব পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি আজও। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে ৫৬টি শিক্ষকের পদ। এসব শূন্যপদে কবে নাগাদ শিক্ষক নেয়া হবে সে সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিছুই বলতে পারেন না।

নিয়মানুযায়ী শ্রেণীতে প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১জন করে শিক্ষক থাকার কথা। সে অনুযায়ী জেলার বর্তমান ১ লাখ ২৮ হাজার ৮৪৯জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন ২ হাজার ৫৭৬ জন। এ হিসেবে শূন্য পদের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৬শ' ৭৭টি।

এই শিক্ষক স্বল্পতার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখা-পড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাত্র ২জন করে শিক্ষক রয়েছেন। একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা ডাকা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

এ ব্যাপারে বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেও কোন ফল হয়নি বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত অর্থ বছরে (১৯৮৬-৮৭) সারাদেশে ২ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগের মঞ্জুরি দেয়া হলেও নীলফামারী জেলার ভাগ্যে একটিও জোটেনি।